দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

রাবি'র আবাসিক হলে গভীর রাতে ছাত্রলীগের তল্লাশি

শিক্ষার্থীকে রাতভর নির্যাতন

□ রাবি রিপোর্টার

গভীর রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের বিভিন্ন রুমে তল্লাশি চালিয়েছে ছাত্রলীগ। এ সময় শিবির সন্দেহে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে চড়-থাপ্পড় মারার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মুখে দাড়ি থাকার কারণে মাদার বখশ হলের ফিরোজ আলম নামের এক শিক্ষার্থীকে রুমে আটকিয়ে রাতভর বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েছে ছাত্রলীগ। সে গণিত ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। তাকে হলের ৩০৮ নং রুমে আটকিয়ে নির্যাতন করা হয়। পরে আহত অবস্থায় তাকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। হল সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় মাদার বখশ হলের ৪২০ নাম্বার রুমের আবাসিক ছাত্র ও গণিত বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফিরোজ আলম। তার মুখে দাড়ি থাকার কারণে কয়েক দিন আগে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে দাড়ি কাটতে বলে। কিন্তু তিনি দাড়ি না কাটলে বৃহস্পতিবার রাত ৩টার দিকে ছাত্রলীগের রুম হিসেবে পরিচিত ৩০৮ নাম্বার রুমে ফিরোজকে ডাকে। ফিরোজ ওই রুমে গেলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে হলের ছাদে

পৃঃ ১৫ কঃ ১

রাবি'র আবাসিক হলে গভীর

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

নিয়ে যায়। সেখানে জুবায়ের ইবনে তানিম, দেলাওয়ার হোসেন, ডিলস, মনির, শেখ রাসেল এবং ফিরোজের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের ১৫/২০ জন নেতাকর্মী রড, হকিস্টিক এবং লাঠিসোটা নিয়ে বেধড়ক মারধর করে। পরে ছাদ থেকে হলের ৩০৮ নাম্বার রুমে তাকে নিয়ে এসে ফের দ্বিতীয় দফায় মারপিট করে। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা রুমে আটকিয়ে বর্বরোচিত নির্যাতনের পর রাত ৬টার দিকে তাকে ছেড়ে দেয়। এ সময় রডের আঘাতে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে তাকে হল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। শুক্রবার সকালে আহত অবস্থায় ফিরোজকে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয়।

এদিকে, রাত ১১টার পর মাদার বখশ হলের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে রাত ৩টা থেকে সাড়ে ৫টা পর্যন্ত হলের বিভিন্ন রুমে তল্লাশি চালিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় শিক্ষার্থীদের রুম খুলতে দেরি হলে চড়-থাপ্পড় মারারও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এর আগে বুধবার রাতে মাদার বখশ হল থেকে শিবির সন্দেহে ৮ শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে বের করে দেওয়া হয়। আবাসিক হলে ছাত্রলীগের এমন আচরণের কারণে হলসমূহে চরম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি আহমেদ আলীর সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে মাদার বখশ হলের প্রাধ্যক্ষ ড. মো. শাহরিয়াজ্জামান বলেন, বুধবার রাতে কয়েকজন ছাত্রকে হল থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনা শুনেছি কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে এ ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা কথা শোনা যায়নি। তবে এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটছে কিনা এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি।